ফসলের নাম	:	তিসি
জাতের নাম	:	**বারি তিসি-২**
ছবি	:	
জাতের বৈশিষ্ট্য	:	গাছের উচ্চতা ৭৫-৮৫ সেমি.। কান্ড মোটা ও শক্ত, তাই হেলে পড়ে না। প্রতি গাছে ২৫-৭০ টি ফল ধরে। প্রতি ক্যাপসুলে ৭-১২ টি বীজ থাকে। বীজগুলো ডিম্বাকৃতি, মসৃণ এবং চ্যাপ্টা। বীজের রং সাদাটে যা প্রচলিত জাত নীলা থেকে সহজেই আলাদা করা যায়।
উপযোগী এলাকা	:	নোয়াখালী, ফরিদপুর, পাবনা, যশোর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর এবং টাঙ্গাইল জেলায় মিশ্র ফসলের পাশাপাশি একক ফসল হিসাবেও চাষ হয়।
বপন সময় ও সংগ্রহের সময়	:	বপন সময়: কার্তিক মাস তিসি বপন করার উপযুক্ত সময়। সংগ্রহের সময়: তিসি ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পাকে। পাকলে গাছ এবং ফল সোনালী বা কিছুটা তামাটে রং ধারণ করে। ফসল ভালভাবে পাকার পরই গাছ কাটা বা উপড়ানো উচিৎ, কারণ ফল কাঁচা থাকলে বীজ অপুষ্ট থাকে। তাতে বীজের ওজন কম হয় এবং তেলের পরিমাণ হ্রাস পায়। আবার ফল ক্ষেতে বেশি পেকে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।
ছবিসহ রোগবালাই	:	পাতা ঝলসানো রোগ
রোগবালাই দমন ব্যবস্থা	:	পাতা ঝলসানো রোগের লক্ষণ দেখামাত্র রোভরাল ৫০ ডব্লিউপি শতকরা ০.২ ভাগ হারে (প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ছত্রাকনাশক) ১০ দিন পরপর ৩ বার ছিটিয়ে দিলে রোগের প্রকোপ কমে যায়।
ছবিসহ পোকামাকড়	:	
পোকামাকড় দমন ব্যবস্থা	:	তিসি ফসলে রোগ-বালাই ও কীট পতঙ্গের আক্রমন তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে জাব পোকা সীমিত পরিসরে দেখা দিলেই ম্যালথিয়ন ৫৭ ইসি ২ মিলি বা ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক ০.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বিকাল ৩ টার পর ১০ দিন অন্তর দুই বার স্প্রে করতে হবে।
সার ব্যবস্থাপনা	:	প্রতি হেক্টরে ইউরিয়া-৭৫ কেজি, টিএসপি-১২০ কেজি, এমওপি-৪৬ কেজি শেষ চাষের আগে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে চাষ ও মই দিতে হয়।
হেক্টর প্রতি ফলন	:	বীজের ফলন প্রতি হেক্টরে ৯৫০-১০৫০ কেজি। তবে উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন অনায়াসেই ১১৪৫-১৫৫০ কেজি বা তার বেশীও হতে পারে।